R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারাণ্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২১শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৪ সাল।
৬ই আগষ্ট, ১৯৯৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

রেশনকার্ড হোল্ডার ছ'মাসে কয়েকগুণ বাড়লেও মালের কোটা না বাড়ায় জঙ্গিপুরে রেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমায় রেশনে মাথাপিছু চাল, চিনি, কেরোসিন কোটা কমাতে কমাতে সর্বনিম্ন স্তরে এনেও মাল সরবরাহ ঠিক রাখা যাচ্ছে না বলে খবর। প্রায় তিন সপ্তাহ থেকে এই এলাকায় চিনি বন্ধ। কেরোসিন বন্ধ ছিল জুলাই-এর শেষ সপ্তাহে। গ্রামে দূরের কথা শহর অঞ্চলেও হাহাকার চরমে। তার সঙ্গে বিদ্যুৎ দপ্তরের অব্যবস্থায় ঘন ঘন লোডশেডিং ও লোকাল ফল্টে অসহনীয় অবস্থা। ঘরে ঘরে অন্ধকার। এদিকে রেশন ডিলারদের অবস্থা 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।' মালের জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে দপ্তরে এসে হয়রাণ হতে হচ্ছে তাঁদের। এই বেহাল অবস্থা কেন হলো খোঁজ নিতে গিয়ে এই সংবাদদাতা যে সমস্ত তথ্যের মুখোমুখি হয়েছেন, তা বড়ই দুঃখজনক ও জঙ্গিপুর মহকুমা অধিবাসীদের দুয়োরাণীর অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়। জঙ্গিপুর মহকুমায় তিন সপ্তাহ ধরে চিনি দেওয়া হচ্ছে না। কারণ বহরমপুর এফ. সি. আই গোডাউন একেবারে ফাঁকা। ডিষ্ট্রিক্ট ফুড কণ্ট্রোলার কৃষ্ণনগর গোডাউন থেকে মাল তুলিয়ে জুলাই মাসে জঙ্গিপুরকে বাদ দিয়ে বহরমপুর, কান্দী ও লালবাগকে কোন রকমে কোটা পূরণ করিয়ে দিয়েছেন বলে খবর। অপরদিকে মাল যখন থাকে তখনও রেশন হোল্ডার অনুযায়ী কোটা কোন দিনই জঙ্গিপুরকে দেওয়া হয় না। চিনির ক্ষেত্রে অন্যান্য মহকুমাকে মাসে ৪০০ থেকে ৩৭৫ গ্রাম এ্যালট করা হলেও জঙ্গিপুরকে দেওয়া হয় মাত্র ৩৫০ গ্রাম। উপরন্তু রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে দলগুলির চাপে এই মহকুমায় কার্ড হোল্ডারের সংখ্যা ছ' মাসের মধ্যে ৩৫/৪০ হাজারের (২য় পৃষ্ঠায়)

বিদ্যুৎ বিভাগের অকর্মণ্যতার দায়ে মেয়ে সাজানো হ'লো প্রধান করণিককে

অরঙ্গাবাদ : স্থানীয় শহর ও শহরতলী অঞ্চলে দিনের পর দিন ব্যাপক বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যর্থতায় জনজীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়। ভীতিবিরক্ত গৃহবধূরা শেষ পর্যন্ত একত্রিত হয়ে এক অভিনব বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষুব্ধ মহিলারা গত ১৭ জুলাই এক বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ অফিস ঘেরাও করেন। ষ্টেশন সুপার রণজিৎ ঘোষাল আঁচ পেয়ে সেদিন অফিসে ছিলেন না। তাঁকে না পেয়ে ক্ষুব্ধ মহিলারা প্রধান করণিক চন্দন চৌধুরীকে ধরে জোর-জবরদস্তি শাড়ী পরতে বাধ্য করেন। এরপর তাঁকে চুড়ি পরিয়ে মাথায় সিঁদুর দিয়ে দেন। পরে মহিলারা তাঁকে বলেন—আপনারা অপদার্থ। অফিসে কাজ করার অযোগ্য। তাই মেয়ে সাজিয়ে দিলাম। চাকরী ছেড়ে ঘরে গিয়ে ভাত রাঁধুন। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে অপমানিত বড়বাবুকে উদ্ধার করে এবং মহিলাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে সরিয়ে দেয়। অপমানিত লাঞ্ছিত করণিক আত্মহত্যা করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁকে শান্ত করে। ঘটনা-প্রবাহ যেভাবে দ্রুত মোড় নিচ্ছে, তাতে রঘুনাথগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলেও ঘন ঘন লোডশেডিং, লোক্যাল ফল্টে নাগরিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। এখানেও এরকম ধরনের ঘটনা যে কোন দিন ঘটে যেতে পারে বলে অনেকের অনুমান।

আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ করতে পারলে পদত্যাগ করবো
—চেয়ারম্যান

ধুলিয়ান : সম্প্রতি স্থানীয় মায়া টকিজে সিপিএম লোকাল কমিটির সদস্যরা পৌর-সভার উন্নয়ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্যে এক নাগরিক কনভেনশন ডাকেন। সভায় বক্তারা বলেন বাম সরকারের উন্নয়ন নীতির ফলে পৌর উন্নয়নের ব্যাপক সুযোগ হয়েছে। তাই কর্মসূচী রূপায়ণে জনগণের সুপরিকল্পিত পরামর্শ দরকার। সভায় সিপিএমের নেতা চিত্ত সরকার বলেন ধুলিয়ান পুর প্রশাসন দুর্নীতি করে চলেছেন। তাঁরা ঠিকাদারদের নিকট থেকে শতকরা পাঁচ টাকা ওয়ার্ক অর্ডার দেবার আগে আদায় করেন। সুপার মার্কেটের জায়গা কেনার ব্যাপারে ব্যাপক টাকা পয়সার লেনদেন হয়েছে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মধ্যে অবসর নিলেন মহঃ সোহরাব

বিশেষ প্রতিবেদক : দীর্ঘ ৩৮ বছর বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে থাকার পর গত ৩১ জুলাই অবসর নিলেন বিদ্যালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষক (সুতী বিধানসভার কংগ্রেস বিধায়ক) মহঃ সোহরাব। বিদ্যালয়ে তিনি ১৯৫৯ এর ডিসেম্বরে যোগ দেন। ঐদিনের অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা সোহরাব সাহেবকে বিদায় অভিনন্দন জানান। বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে প্রচুর উপহার সামগ্রী ও শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়ের তরফ থেকে তাঁকে (৩য় পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে শ্রাবণ বুধবার, ১৪০৪ সাল।

॥ মাসুদুর রহমান ॥

প্রবাদ আছে, 'পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মী.......', ইহার নির্গলিতার্থ এই যে, যাঁহার পুরুষকার আছে, যিনি কর্মবীর, তাঁহারই সাফল্য আসে। নিষ্ঠাপূর্ণ কর্ম মানুষের হাতে সাফল্যের চাবিকাঠি পৌঁছাইয়া দেয়। যিনি জীবনে চলার পথে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইলেও নিরাশ হন না, বরং কর্মপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হইয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধির পথে আগুয়ান হন, তাঁহারই ভাগ্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ তথা সাফল্য-লক্ষ্মীর বরমাল্য জুটে।

বিকলাঙ্গ মাসুদুর রহমান বাদিয়া তাঁহার ঐকান্তিক কর্মপ্রচেষ্টায় ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ হইয়া রহিলেন। হাঁটু হইতে নিম্ন পর্যন্ত পা-দুইটি না থাকা সত্ত্বেও তিনি সাঁতরাইয়া ইংলিশ চ্যানেল ১৬ ঘন্টা ২৪ মিনিটে অতিক্রম করিয়াছেন। দুর্ঘটনায় দুইটি পা হারাইয়াও অটুট মনোবলে মাসুদুর এক রেকর্ডের অধিকারী হইয়াছেন। তিনি এশিয়ার প্রথম এবং বিশ্বের দ্বিতীয় বিকলাঙ্গ যিনি এই দুঃসাহসিক সংগ্রামে জয়ী হইয়াছেন। ১৯৯০ সালে এক জার্মান বিকলাঙ্গ মহিলা যাঁহার গোড়ালির নীচের অংশ ছিল না, ১২ ঘন্টা ২৯ মিনিট সময়ে ইংলিশ চ্যানেল পার হইয়া বিশ্ব রেকর্ড করেন। কিন্তু মাসুদুর রহমানের আঙ্গিক বাধা উক্ত মহিলা অপেক্ষা বেশী। তাঁহার হাঁটু হইতে নীচের অংশ ছিল না। এই অবস্থায় সাঁতার দেওয়া কত সুকঠিন, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। সে হিসাবে মাসুদুর বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী।

খুব অল্প বয়স হইতেই মাসুদুর রহমান সাঁতার অভ্যাস করেন। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িবার সময় এক দুর্ঘটনায় ট্রেনে তাঁহার দুই পা কাটা যায়। হাঁটুর নীচ হইতে তাঁহার পা দুইটি বাদ যায়। পুনায় কৃত্রিম পা লাগাইবার সময় হইতেই তিনি সাঁতারের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই রকম বিকলাঙ্গ হইয়া সাঁতার দিয়া তিনি পুরস্কারও পান। একদিকে বিকলাঙ্গ, অপরদিকে পিতার আর্থিক অস্বচ্ছলতা। তথাপি মাসুদুর কলিকাতায় সাঁতারের ক্লাবে ভর্তি হইয়া সাঁতারের অনুশীলন চালাইতে থাকেন। হয়ত তখন হইতে তাঁহার বিখ্যাত সাঁতারু হওয়ার ইচ্ছা মনে জাগিয়াছিল। গঙ্গায় তিনি প্রথম ১৪ কিমি সাঁতরাইয়া নিজের মনোবলের পরীক্ষা করেন। মুর্শিদাবাদ সুইমিং এ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ৮১ কিমি গঙ্গাবক্ষে সন্তরণে তিনি পর পর দুইবার সাফল্য পাইয়াছিলেন। অতঃপর এই বিকলাঙ্গ সাঁতারুর ইংলিশ চ্যানেল পার হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। গত বৎসর প্রচণ্ড শীতের সময় সাঁতারের অনুমতি পাওয়ার জন্য তিনি ফিরিয়া আসেন। এই বৎসর তিনি রাজ্য ক্রীড়ামন্ত্রী ও তদীয় পত্নীর আনুকূল্যে তাঁহার স্বপ্ন সফল করেন। অটুট মনোবলের অধিকারী মাসুদুর আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের নন, সমগ্র এশিয়ার এক উজ্জ্বল রত্ন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, জীবনে চলার পথে বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইলে অনেকে হতাশ হইয়া সংগ্রামবিমুখ হইয়া পড়েন; তাঁহারা কর্মোদ্যোগ ত্যাগ করেন। একদিকে দারিদ্র্য, অপরদিকে শারীরিক পঙ্গুত্ব—কোন প্রতিবন্ধকই মাসুদুরকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। আজিকার দিনে বিভিন্ন কারণে হতাশ যুবসমাজের কাছে মাসুদুর রহমান বাদিয়া যেন এক মূর্ত প্রতিবাদ ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁহার কৃতিত্বে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি।

ডায়মণ্ড সিস্টেমে সফল পুরপতি

রঘুনাথগঞ্জ : কথাটা এসেছে ফুটবল কোচ অমল দত্তের বহু আলোচিত 'ডায়মণ্ড সিস্টেম' কোচিং থেকে। ফুটবল খেলার বাইরে সম্প্রতি এমনই এক সিস্টেমের প্রয়োগ দেখালেন জঙ্গীপুর পুরসভার পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। বেশ কয়েক বছর আগে পুরসভার উদ্যোগে জঙ্গীপুর ও রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে তৈরী দুটি লোহার চুল্লী বসান হয়েছিল কম সময় ও কম জ্বালানীতে শবদাহের জন্য। কিন্তু সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি না জানার জন্য মানুষের ধারণা হয়েছিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ভুল, এতে জ্বালানী বা সময় প্রথাগত চুল্লীর থেকে বেশী লাগে। তাই অবহেলায় অস্পৃশ্যের মত একধারে পরে ছিল এই চুল্লী। সম্প্রতি পুরপতি নিজে তাঁর এক আত্মীয়ার মৃতদেহ জোর করে এই চুল্লীতে দাহ করে চুল্লীর সার্থকতা দেখালেন উপস্থিত শ্মশান যাত্রীদের। সাথে সাথে এক রসিক যাত্রী শ্লোগানের ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠল—'চেয়ারম্যান ডায়মণ্ড পদ্ধতিতে সফল।' এই চুল্লীতে দাহ করার পদ্ধতি চিরাচরিত মাটির চুল্লীর পদ্ধতি থেকে সামান্য ভিন্ন। এই চুল্লীতে শবদেহ শোয়ানোর জাফরিকাটা লোহার অংশের নাম হিটার। দাহ করার ক্ষেত্রে এই হিটারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হিটারের উপর সরু ডালগুলি প্রথমে আড়াআড়ি পরে লম্বালম্বিভাবে পাতার পর শবদেহ শুইয়ে দেহের উপরেও আড়াআড়ি ও লম্বালম্বিভাবে জ্বালানী কাঠ বিছিয়ে দেহ সম্পূর্ণ ঢেকে দিতে হবে প্যাকিং করার মতন। এরপর আগুন দেবার সময় দেহের সাজান কাঠে সরাসরি আগুন না দিয়ে হিটারের নিচের সবজায়গায় সমানভাবে কাটা টায়ার বা অন্যকিছুর সাহায্যে আগুন দিতে হবে। জ্বলন্ত আগুনে প্রথমে হিটার একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গরম হবার পর নিচের সরু কাঠগুলির মাধ্যমে আগুন ছড়িয়ে উপরের মোটা কাঠগুলি সমানভাবে জ্বলতে থাকবে। চুল্লীর দুই পাশের লোহার ফ্রেমের ছিদ্রগুলি দিয়ে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন প্রবেশ করবে। উপরে কাঠের আগুন, নিচে হিটারের তাপ বিকিরণ, পাশে অক্সিজেনের পথ, এইটিই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মূল কথা যার ফলস্বরূপ জ্বালানী এবং সময় বাঁচার প্রতিশ্রুতি।

রেশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

মত বেড়ে গিয়েছে। যেটা একরকম অসম্ভব। এফ সি আই সূত্রে জানা যায় বহরমপুরে ঘাটতির কারণ চাহিদা মতো ওয়াগন না পাওয়া। তার উপর নাকি কলকাতা থেকে মাল আসার পথে রিজিওন্যাল অফিসে তদ্বির করে কল্যাণী ও কৃষ্ণনগর এফ সি আই বহরমপুরের ওয়াগনকে তাদের ওখানে খালাস করিয়ে মাল নিজেদের গুদামজাত করে নিচ্ছেন। এ নিয়ে এখানকার হোলসেলাররা রাজ্যস্তরে যোগাযোগ করেও কিছু করতে পারছেন না। আরো খবর জেলা কনট্রোলার বহরমপুর সদর মহকুমা কনট্রোলারের কথায় উঠা বসা করায় কোটা এ্যালট করার সময় বহরমপুর ও পার্শ্ববর্তী মহকুমাগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্যের শিকার হয় শুধু জঙ্গিপুর মহকুমা। কেরোসিনের ক্ষেত্রে কোটা নির্দিষ্ট হয় চার সপ্তাহে মাস ধরে। তাই সাধারণভাবেই পাঁচ সপ্তাহের মাসে এক সপ্তাহ ড্রাই হয়ে যায়। এখানকার কেরোসিন হোলসেলাররা তাঁদের কোটা বাড়াবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ সেই কোন আদিকালের কার্ড হোল্ডার ধরে কোটা নির্দিষ্ট হয়ে আসছে। অসম্ভব রকম কার্ড বৃদ্ধির দিকে কেউই নজর দিচ্ছেন না।

টিভি-তে অনুপ ঘোষাল

জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকা গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক অনুপ ঘোষালকে কলকাতা দূরদর্শনের পক্ষে 'বিবেক দূষণ' এর ওপর একটি পত্র রচনার জন্য শ্রেষ্ঠ পত্রলেখক হিসাবে পুরস্কৃত করা হবে। আগামী ১৩ আগষ্ট (বুধবার) সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ শ্রীঘোষালের সাক্ষাৎকার দূরদর্শনে সরাসরি প্রচারিত হবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন দূরদর্শনের ডেপুটি ডিরেক্টর জগন্নাথ বসু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২৫ বছর আগে অনুপ ঘোষাল জঙ্গিপুর সংবাদেই প্রথম লেখালেখি শুরু করেন।

দিন দুপুরে সদর রাস্তায় বাড়ীর কাছ থেকে মপেড চুরি

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১ আগষ্ট দিন দুপুরে এই শহরের জনবহুল রাস্তায় বাড়ীর কাছে রাখা তালামারা মপেড চুরি যায় বলে খবর। প্রতিদিন-কার মত বাড়ীর পাশে মপেডটি (নং ডাব্লু ৫৮/৭৮৭৩) রেখে জ্যোতিপ্রসাদ চন্দ্র ভিতরে স্নান খাওয়া করতে যান। কিছুক্ষণ পরে বাইরে এসে দেখেন মপেডটি উধাও। জ্যোতিপ্রসাদ অভিযোগ করেন মপেডের লক ভেঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখনও কেউ ধরা পড়েনি বা মপেডটি উদ্ধার হয়নি।

জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মধ্যে (১ম পৃষ্ঠার পর)

বিভিন্ন সামগ্রী ছাড়াও নগদ ৩০,০০১ টাকা দেওয়া হলে তিনি সে টাকা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ম্যানেজিং কমিটির হাতে তুলে দেন। মহঃ সোহরাব তাঁর এই দীর্ঘকাল সুনামের সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সহশিক্ষকদের সহযোগিতা পেয়েছেন বলে জানান মহকুমা শাসক মনীষ রায় সোহরাব সাহেবের দীর্ঘ জীবন কামনা করে বক্তব্য রাখেন। জেলা সমাহর্তা সৌরভ দাস বলেন, মহঃ সোহরাব শুধু প্রধান শিক্ষক নন, হৃদয় দিয়ে বিদ্যালয়কে ভালবেসেছিলেন। তিনি বিদ্যালয়টিকে একটি পরিবার হিসাবে মনে করায় তাঁর বিদায়লগ্নে আজ এত মানুষ সমাগত। জেলা পুলিশ সুপার মৃত্যুঞ্জয় সিংহ বলেন, প্রথম যেদিন মহঃ সোহরাবকে দেখি, সেদিন সহকর্মী জেলা শাসককে বলি সোহরাব সাহেব দেখতে ও কাজকর্মের ঢঙ অনেকটা সর্দার প্যাটেলের মতো। তিনি বাড়ালায় একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। বক্তব্যের শেষে প্রাসঙ্গিক একটি উদ্ধৃতি তুলে সবাইকে মুগ্ধ করেন। তিনি মহঃ সোহরাবের উদ্দেশ্যে বলেন, 'নতুন করে শুরু হোক পথ চলা, অনেক কিছু থেকে গেছে না বলা'। জঙ্গিপুরের বিধায়ক হবিবুর রহমান বলেন, অবসর নেওয়ায় আমরা সোহরাবকে আরও পার্টির কাজে বেশী করে পাব।

ইনটেনসিভ রিভিসন আর হচ্ছে না

রঘুনাথগঞ্জ ঃ আগামী ৯৮ সালের প্রথম দিকে পঞ্চায়েত নির্বাচন। মহকুমা প্রশাসন পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন এ বছরের মার্চ/এপ্রিল মাসে বাড়ী বাড়ী গিয়ে লোক গণনার কাজ সরকারী কর্মীরাই করবেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকারী কোনও সারকুলার এসে পৌঁছায়নি। ফলে ঠিক হয়েছে ইনটেনসিভ নয়, ভোটার লিষ্টের সংশোধন ও সংযোজনের কাজটুকুই পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে করা যাবে। সে কাজ সরকারী কর্মীরাই করবেন। সময়ের অভাবেই সম্পূর্ণ গণনার কাজ আর করা গেল না বলে জানা যায়।

বিক্রয়

জার্মান স্পিজ (Spaniel/white)
কুকুর ছানা বিক্রয় (1000/-)

যোগাযোগ ঃ
S. K. DAS
NTPC Field Hostel Complex,
Farakka, Qtr. FHB-150
Ph. No. 03485-52524 (Resi)

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নাটক ও যাত্রা শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য দান প্রকল্প ঃ

পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা এবং নাটক যাত্রা চর্চার ক্ষেত্রে কর্মরত যে সব গুণী শিল্পী বর্তমানে দুরবস্থায় রয়েছেন এবং যাঁরা ৫০ বা তদুর্ধ বয়সী তাঁরা এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারেন। শিল্পীর মাসিক আয় ৪০০-০০ (চারশত) টাকার মধ্যে হতে হবে। মাসিক আয় সংক্রান্ত বিষয়ে আবেদনকারী শিল্পীকে লোকসভার সদস্য/বিধানসভার সদস্য/পৌর প্রধান/কাউন্সিলার/জেলা পরিষদের সভাধিপতি/পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা প্রতিনিধি/জেলা বা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। সাহায্য মঞ্জুর করার আগে বা পরে এই বিভাগের সব রকম অনুসন্ধানের অধিকার থাকবে।

নিম্নলিখিত তথ্যাবলীসহ সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে ঃ
১) নাম (বাংলা ও ইংরেজী হরফে), ২) বয়স (জন্ম তারিখ উল্লেখ করতে হবে), ৩) ঠিকানা, ৪) তপসিলী জাতি/উপজাতি কিনা, ৫) পেশাগত পুরো আত্মবিবরণ, ৬) বর্তমান মাসিক আয়, ৭) অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সাহায্য বা মাসোহারা পান কিনা, পেয়ে থাকলে তার পুরো বিবরণ, ৮) পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন কিনা, পেয়ে থাকলে শেষ কবে পেয়েছেন, ৯) আবেদনকারীর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল পরি-বারের লোকসংখ্যা, তাদের নাম, বয়স এবং আবেদনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক। আবেদনপত্রের শেষে নিম্নলিখিত বয়ানে আবেদনকারীকে একটি হলফনামা দিতে হবে, 'উপরোক্ত তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য'।

আবেদন পত্রগুলি সংস্কৃতি অধিকর্তা, প্রযত্নে—পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১/১, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা—৭০০০২০-র কাছে আগামী ২৯/৮/৯৭ এর মধ্যে পৌঁছাতে হবে। জেলার ক্ষেত্রেও ২৯/৮/৯৭ তারিখ পর্যন্ত জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দপ্তরে ঐ আবেদনপত্র গৃহীত হবে।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

জীবনবীমায় দু'ঘন্টার কর্মবিরতি

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত বীমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিলের প্রতিবাদে সারা ভারত বীমা কর্মচারী সমিতির ডাকে ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের রঘুনাথগঞ্জের কর্মীরা গত ২৯ জুলাই বেলা ১১-১৫ থেকে দু'ঘন্টার কর্মবিরতি পালন করেন। প্রস্তাবিত এই বিলে বেসরকারী দেশী ও বিদেশী সংস্থাকে ভারতে বীমা ব্যবসা করার অনুমতি দেবার সংস্থান রয়েছে। তবে এতে ভারতীয় জীবনবীমা নিগম এবং সাধারণ বীমা নিগমের মতো রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির একচেটিয়া বীমা ব্যবসা করার অধিকার ক্ষুন্ন হবে। কর্মবিরতি চলাকালীন জীবনবীমার কর্মীরা অফিসের গেটে শ্লোগান দেন এবং বক্তব্য রাখেন।

পছন্দসই টেকসই

সব বয়সেই মানানসই

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, স্যাটিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

সনাতন দাস	ধনঞ্জয় কাদিয়া	সনাতন কালিদহ
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সব্জী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি). এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্ষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

পদত্যাগ করবো—চেয়ারম্যান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সুইপারের চাকরী নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা চলছে। কাউন্সিলাররা রাতে মদের আসর বসান বলেও অভিযোগ করেন। এর উত্তরে চেয়ারম্যান সফর আলি বলেন—পুর উন্নয়ন ও গঙ্গা ভাঙ্গন রোধের জন্য পুরসভাতে কয়েক কোটি টাকা মঞ্জুরী এসেছে একথা সত্য। সিপিএম কাউন্সিলাররা চান ওদের পার্টি কর্মীদের হাত দিয়ে ওই টাকা খরচ করা হোক। আমি রাজী না হওয়ায় তাঁরা আমার দুর্ণামে মেতেছে। বর্তমানে বোর্ডে দুজন সিপিএম সদস্য চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল আছেন। সর্বসম্মতিক্রমেই অর্থ ব্যয় হচ্ছে। সেক্ষেত্রে দুর্নীতি যদি হয়ে থাকে তবে তাঁরাও তো এর জন্য দায়ী। সুপার মার্কেট এর জায়গার ক্ষেত্রে তাঁরাই দাম-দর করেছেন। তাঁদের কথামতই টাকার চেক ইস্যু করা হয়েছে। তাহলে তাঁরাই এর জন্য দায়ী। ঠিকাদারদের কাছ থেকে ঘুঁস খাওয়া হলে ঐ কাউন্সিলাররাই খেয়েছে। আমি দুর্নীতির ব্যাপারে কিছুই জানি না। যদি কোন কাউন্সিলার আমার দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারেন, তবে আমি পদত্যাগ করবো। ৬টি নতুন ওয়ার্ডের জন্য কিছু ক্যাজুয়াল সুইপার নেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে দরিদ্র কয়েকটি তাঁতি, চাঁই ও মুসলমান যুবক-যুবতীকে চাকরী দেওয়া হয়। বিহারের মুঙ্গের থেকে কিছু হরিজনকে এনে সিপিএম তাঁদের সুইপারের কাজ দিতে দাবী জানালে বর্তমান বোর্ড তাঁদের দাবী না মেনে স্থানীয় গরীব সম্প্রদায় থেকে লোক নিয়োগ করেন। এতেই সিপিএমের গাত্র দাহ। চিত্ত সরকার আরো অভিযোগ করেন যে আরএসপি ও এই দুর্নীতিতে সহযোগিতা করছেন। তার উত্তরে আরএসপির স্থানীয় সম্পাদক রওসন আলী বলেন—আমরা বর্তমান চেয়ারম্যানকে সমর্থন করে কোন অন্যায় করিনি। সিপিএমও প্রাক্তন পুরপতি সত্যদেব গুপ্তর সময় বিজেপিকে নিয়ে বোর্ড পরিচালনা করেন।

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।